বাংলা শব্দার্থ—পূরুষঃ (কোনও ব্যক্তি) চেৎ (যদি) অয়ম্ অস্মি ইতি (আমিই সেই ব্রহ্ম এইরূপে) আত্মানম্ (পরমাত্মাকে) বিজানীয়াৎ (জানিয়া থাকেন) [তাহা হইলে তিনি] কিম্ ইচ্ছন্ (কি বস্তু কামনা করিয়া) কস্য কামায় (কিসের প্রয়োজনে) শরীরম্ অনু (দেহের সহিত) সংজ্বরেৎ (পীড়া অনুভব করিয়া থাকেন)।

বাংলা অনুবাদ—যদি কোন ব্যক্তি 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপে পরমাত্মাকে জানিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোন বস্তু লাভের ইচ্ছায় এবং কিসের প্রয়োজনে শরীরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করিবেন ?

English Translation—If a person knows the Supreme Being as "I am this", Then for what desire and for what purpose does the person imbibe the inflictions of the body ?

বাংলা ব্যাখ্যা—সাধারণ মানুষ শরীরাভিমানবশতঃ শরীরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করেন, কারণ দেহ ও ইন্দ্রিয়কে তিনি আত্মা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু যিনি শরীরাভিমানশূন্য হইয়াছেন ও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছেন, তিনি "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপে ব্রহ্মের বা আত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। তখন তিনি ব্রহ্মে লীন হইয়া যান। তখন তাঁহার নিকট কোন জাগতিক বস্তুই কাম্য থাকে না ও জাগতিক সকল প্রয়োজনের সমাপ্তি হয়। আত্মা দেহ হইতে পৃথক্ বলিয়া দেহের পীড়ায় তিনি পীড়িত হন না। আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া আত্মস্বরূপ হইয়া যান্।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—প্রাকৃতঃ জনঃ আত্মানম্ অজানন্ দেহোন্দ্রিয়াণানাং যথার্থ্যং মন্যমানঃ শরীরোপাধিকৃতদুঃখমনু দুঃখী ভবেৎ, শরীরপীড়ামনু পীড্যেত। আত্মজ্ঞানাভাবাৎ কামনাধীনঃ স প্রয়োজনানুরূপং কাম্যবস্তু কাময়তে। আত্মবিদ্যা

অতীব দুর্লভা। যদি স আত্মজ্ঞানাধিকারী ভবেৎ তর্হি "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", "সোঽহম্", "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি জ্ঞানেন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সন্ সচ্চিদানন্দম্ অনুভবতি। তদা আত্মস্বরূপাতিরিক্তং কিমপি বস্তু তস্য ন ইষ্টম্। সবস্যাত্মভূতত্বাৎ তস্য কিমপি প্রয়োজনমপি নাস্তি। অতঃ শরীরাভিমানশূন্যঃ স শরীরপীড়য়াপি ন পীড্যতে।

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ—আত্মানং স্বং পরং সর্বপ্রাণিমনীষিতজ্ঞং হৃৎস্থমশনায়াদিধর্মাতীতং চেৎ যদি বিজানীয়াৎ—সহস্রেষু কশ্চিৎ ; চেৎ—ইত্যাত্মবিদ্যায়া দুর্লভত্বং দর্শয়তি। কথময়ং পর আত্মা সর্বপ্রাণিপ্রত্যয়সাক্ষী, যো নেতি নেত্যাদ্যুক্তঃ, যস্মাৎ নান্যোঽস্তি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা, সমঃ সর্বভূতস্থো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ—অস্মি ভবামীতি, পূরুষঃ পুরুষঃ।

সঃ কিমিচ্ছন্ তৎস্বরূপব্যতিরিক্তমন্যদ্বস্তু ফলভূতং কিমিচ্ছন্, কস্য বা অন্যস্য আত্মনো ব্যতিরিক্তস্য কামায় প্রয়োজনায় ; ন হি তস্যাত্মন এষ্টব্যং ফলম্, ন চাপি আত্মনোঽন্যঃ অস্তি, যস্য কামায় ইচ্ছতি, সর্বস্যাত্মভূতত্বাৎ, অতঃ কিমিচ্ছন্ কস্য বা কামায় শরীরমনু সংজ্বরেৎ ভ্রংশেৎ—শরীরোপাধিকৃতদুঃখম্ অনু দুঃখী স্যাৎ, শরীরতাপম্ অনু তপ্যেত। অনাত্মদর্শিনো হি তদ্ব্যতিরিক্তবস্ত্বন্তরেপ্সোঃ 'মমেদং স্যাৎ, পুত্রস্যেদম্, ভার্যায়া ইদম্' ইত্যেবমীহমানঃ পুনঃ পুনর্জননমরণ-প্রবন্ধারূঢ়ঃ শরীররোগমনু রুজ্যতে, সর্বাত্মদর্শিনস্তু তদসম্ভব ইত্যেতদাহ।

টীকা ঃ—পুরুষঃ—পুরুষঃ ও পূরুষঃ দুইটি পদই শুদ্ধ। এস্থলে অনুষ্টুপ ছন্দের সঙ্গতি রক্ষার জন্য 'পূরুষঃ' পদটির প্রয়োগ হইয়াছে।

বিজানীয়াৎ—বি+জ্ঞা+বিধিলিঙ্ প্রথম পুরুষ একবচন।

শরীরম্ অনু—"অনুর্লক্ষণে" এই সূত্রানুসারে 'অনু' কর্মপ্রবচনীয় হইয়াছে। "কর্মপ্রবচনীয় যুক্তে দ্বিতীয়া" এই সূত্রানুসারে 'শরীরম্' পদে দ্বিতীয় বিভক্তি হইয়াছে। অনু অর্থ পশ্চাৎ।

সংজ্বরেৎ—সম্+জ্বর্+বিধিলিঙ্ প্রথম পুরুষ একবচন।

Scanned by CamScanner

মন্ত্রঃ— যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মাহ
স্মিন্ সংদেহো গহনে প্রবিষ্টঃ।
স বিশ্বকৃৎ স হি সর্বস্য কর্তা
তস্য লোকঃ স উ লোক এব ॥ ৪।৪।১৩

অন্বয় ও সংস্কৃত শব্দার্থঃ—গহনে (বিবেকাভাবাদ্ বিষমে) অস্মিন্ সংদেহে (পৃথিব্যাদিভিভূতপদার্থৈরুপচিতে অনর্থসংকুলে শরীরে) প্রবিষ্টঃ আত্মা (শরীরস্য অধ্যক্ষরূপেণ স্থিতঃ আত্মা) যস্য (যেন ব্রহ্মজ্ঞেন) অনুবিত্তঃ (লব্ধঃ), প্রতিবুদ্ধঃ (সাক্ষাৎকৃতঃ) সঃ (প্রতিবোধেন আত্মজ্ঞঃ) বিশ্বকৃৎ (বিশ্বস্য কর্তা) হি (যতঃ) সঃ (আত্মজ্ঞঃ) সর্বস্য কর্তা (জগতঃ উৎপাদকঃ) [স ন কেবলঃ বিশ্বকর্তা অপি চ] লোকঃ (আত্মা) তস্য (ব্রহ্মজ্ঞস্য) সঃ উ লোকঃ এব (স ব্রহ্মজ্ঞঃ লোকাত্মকঃ) [সর্বঃ তস্য আত্মা স চ সর্বস্য আত্মা ইত্যর্থঃ]।

বাংলা শব্দার্থঃ—গহনে (বুদ্ধিহীনতার জন্য বিষম) অস্মিন্ সংদেহে (এই পঞ্চভূতযুক্ত বিপৎসংকুল শরীরে) প্রবিষ্টঃ আত্মা (শরীরকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত আত্মা) যস্য (যে ব্রহ্মজ্ঞের দ্বারা) অনুবিত্তঃ (লব্ধ হয়), প্রতিবুদ্ধঃ (প্রত্যক্ষের বিষয় হয়), সঃ (আত্মজ্ঞ) বিশ্বকৃৎ (বিশ্বের কর্তা বলিয়া পরিচিত হন) হি (যেহেতু) সঃ (সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি) সর্বস্য কর্তা (সমস্ত জগতের উৎপাদক)। লোকঃ (আত্মা) তস্য (ব্রহ্মজ্ঞের) সঃ উ লোকঃ এব (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিই আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যতীত আত্মার কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই)।

বাংলা অনুবাদঃ এই বিষম ও অনর্থসংকুল শরীরে অবস্থিত আত্মাকে যিনি লাভ ও সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তিনি বিশ্বের কর্তা, যেহেতু তিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা। সকলে তাঁহার আত্মা ও তিনি সকলের আত্মা।

English Translation :—He who has attained and realised the *Self* that has entered into the unconscientious and dangerous body is the creator of the univere as he is the creator of all. All is his Self and he is the Self of all.

বাংলা ব্যাখ্যাঃ আত্মা জীবাত্মরূপে দেহে প্রবেশ করিয়া থাকেন। দেহের বিবেক নাই অর্থাৎ ভালমন্দ বুঝিবার শক্তি দেহের থাকে না। পঞ্চভূত-পদার্থের দ্বারা সৃষ্ট এই দেহে জরা মরণাদি আসিয়া দেহটিকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া তোলে সেইজন্য দেহটি অনর্থের কারণ হইয়া থাকে। এইরূপ দেহকে আশ্রয় করিয়া যে জীবাত্মা অবস্থান করেন, তিনি যদি সেই শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাকে পরমাত্মরূপে জানিয়া থাকেন বা অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি বিশ্বকর্তারূপে প্রতীত হন। যাগকর্মযুক্ত দেবতার উপাসনায় যে জ্ঞান হয় তাহাতে 'আমি সাংসারিক কর্তব্যের কর্তা' এইরূপে জীবাত্মার জ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু পরমাত্মজ্ঞান হইলে জীবাত্মার সাংসারিক কর্তৃত্ববোধ চলিয়া যায়। তখন তিনি সমস্ত জগতের কারণস্বরূপ হইয়া যান। যে পরমাত্মা হইতে সমস্ত জাগতিক পদার্থের সৃষ্টি হয় সেই পরমাত্মার সহিত তিনি একাত্মভূত হইয়া যান।

সংস্কৃত ব্যাখ্যাঃ—জীবদেহঃ বিবেকবিজ্ঞানাভাবাৎ বিষমঃ মোহযুক্তশ্চ অনেকার্থসংকুলশ্চ। জীবাত্মা এতাদৃশং জীবদেহমধিকৃত্য অবস্থানং করোতি। যাগকর্মোপাসনয়া 'অহং কর্তা' ইতি কর্তৃত্বাদিধর্মেণৈব স জীবাত্মা প্রতীতঃ ভবতি। পরন্তু স জীবাত্মা যদি জীবাত্মনি পরমাত্মসাক্ষাৎকারং করোতি তদা তস্য আত্মা বিবেকজ্ঞানবান্ সন্ ন কেবলং কায়ক্লেশরহিতঃ পরন্তু কৃতকৃত্যো ভবতি। জগতঃ কর্তরি অদ্বিতীয়ে পরমাত্মনি একীভূতঃ সন্ সর্ববিশ্বস্যাত্মরূপেণ প্রতিভাতি।

শাঙ্করভাষ্যম্ঃ—কিঞ্চ, যস্য ব্রাহ্মণস্য অনুবিত্তঃ অনুলব্ধঃ, প্রতিবুদ্ধঃ সাক্ষাৎকৃতঃ, কথম্? অহমস্মি পরং ব্রহ্মেত্যেবং প্রত্যগাত্মত্বেনাবগতঃ আত্মা অস্মিন্ সন্দেহে সন্দেহে অনেকানর্থসঙ্কটোপচয়ে, গহনে বিষমে অনেকশতসহস্রবিবেক-বিজ্ঞানপ্রতিপক্ষে বিষমে প্রবিষ্টঃ। স যস্য ব্রাহ্মণস্যানুবিত্তঃ প্রতিবোধেনেত্যর্থঃ। স বিশ্বকৃদ্বিশ্বস্য কর্তা। কথং বিশ্বকৃৎ, তস্য কিং বিশ্বকৃদিতি নাম?

Scanned by CamScanner

ইত্যাশঙ্ক্যাহ—স হি যস্মাৎ সর্বস্য কর্তা, ন নামমাত্রম্, ন কেবলং বিশ্বকৃৎ পরপ্রযুক্তঃ সন্, কিং তর্হি? তস্য লোকঃ সর্বঃ, কিমন্যো লোকোঽন্যোঽসাবিত্যুচ্যতে,—স উ লোক এব। লোকশব্দেন আত্মা উচ্যতে। তস্য সর্ব আত্মা, স চ সর্বস্যাত্মেত্যর্থঃ। য এষ ব্রাহ্মণেন প্রত্যগাত্মা প্রতিবুদ্ধত্বান্নুবিত্ত আত্মা অনর্থসংকটে গহনে প্রবিষ্টঃ, সন সংসারী, কিন্তু পর এব। যস্মাদ্বিশ্বস্য কর্তা সর্বস্য আত্মা, তস্য চ সর্ব আত্মা। এক এবাদ্বিতীয়ঃ পর এবাস্মীত্যনুসন্ধাতব্য ইতি শ্লোকার্থঃ।

টীকা ঃ—অনুবিত্তঃ—অনু+বিদ্+ক্ত কর্মবাচ্যে।

প্রতিবুদ্ধঃ—প্রতি+বুধ্+ক্ত কর্মবাচ্যে।

"গত্যর্থাকর্মকশ্লিষশীঙ্স্থাসবসজনরুহজীর্যতিভ্যশ্চ" এই সূত্রানুসারে গমনার্থক ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয়। এখানে জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতু ও বুধ্ ধাতু গত্যর্থক ধাতুর অন্তর্গত হইয়াছে বলিয়া এখানে কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হইয়াছে।

ষষ্ঠ—'মতিবুদ্ধিপূজার্থেভ্যশ্চ' এই সূত্রানুসারে বর্তমানকালে ক্ত প্রত্যয়ান্ত 'প্রতিবুদ্ধঃ' এই কৃদন্ত পদের যোগে 'ক্তস্য চ বর্তমানে' এই সূত্রানুসারে কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে।

সংদেহে—সম্+দিহ্+ণিচ্+ল্যপ্।

প্রবিষ্টঃ—প্র+বিশ্+ক্ত।

বিশ্বকৃৎ—বিশ্ব+কৃ+ক্বিপ্, বিশ্বং করোতি যঃ সঃ, উপপদতৎপুরুষঃ সমাসঃ।

লোকঃ—লোক শব্দটি আত্মা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সমস্ত জগতের মধ্যে যে আত্মা অনুস্যূত হইয়া আছে সেই আত্মা।

মন্ত্র ঃ

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং
ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ।
যে তদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভব
ন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥ ৪।৪।১৪

অন্বয় ও সংস্কৃত শব্দার্থ—ইহ এব (অনর্থসংকুলে দেহে এব) সন্তঃ (বর্তমানাঃ) বয়ম্ (মাদৃশাঃ যাজ্ঞবল্ক্যসদৃশাঃ জনাঃ) অথ (কথঞ্চিৎ) তৎ (ব্রহ্ম) বিদ্মঃ (জ্ঞাতবন্তঃ) ন চেৎ (যদি ন) [ন বিদ্মঃ তর্হি অহম্] অবেদিঃ (জ্ঞানহীনঃ) মহতী বিনষ্টিঃ (অতীব অনর্থঃ)। যে (বিবেকিনঃ) তৎ (ব্রহ্ম) বিদুঃ (জানন্তি) তে অমৃতাঃ ভবন্তি (তে মৃত্যুরহিতাঃ ভবন্তি) অথ (পরন্তু) ইতরে (বিবেকরহিতাঃ) দুঃখমেব অপিযন্তি (দুঃখমেব প্রাপ্নুবন্তি)।

বাংলা শব্দার্থ—ইহ এব (এই বিপদৎসংকুল দেহেই) সন্তঃ (বর্তমান থাকিয়াই) বয়ম্ (আমরা অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যতুল্য ব্যক্তিগণ) অথ (কোনক্রমে) তৎ (ব্রহ্মকে) বিদ্মঃ (জানিয়াছি) ন চেৎ (যদি না জানিতাম তাহা হইলে) অবেদিঃ (বিবেকজ্ঞানহীন হইতাম) মহতী বিনষ্টিঃ (মহা বিনাশ সংঘটিত হইত)। যে (যে বিবেকবান ব্যক্তিগণ) তৎ (সেই ব্রহ্মকে) বিদুঃ (জানেন), তে (তাঁহারা) অমৃতাঃ ভবন্তি (মৃত্যুরহিত হন বা মুক্তি লাভ করেন) অথ (অপরপক্ষে) ইতরে (যাঁহারা বিবেকশূন্য) দুঃখমেব অপিযন্তি (তাঁহারা দুঃখই পাইয়া থাকেন)।

বাংলা অনুবাদ—আমরা এই দেহে বর্তমান থাকিয়াই কোনক্রমে ব্রহ্মকে জানিয়াছি। যদি না জানিতাম তাহা হইলে জ্ঞানহীন হইতাম ও মহা অনর্থের সৃষ্টি হইত। যাঁহারা সেই ব্রহ্মকে জানেন তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানহীন তাঁহারা দুঃখই পাইয়া থাকেন।

English Translation—Staying in this body we have somehow known that Supreme Being. Had we not known we might have been ignorant and there would have been a great disaster. Those who know Him become immortal. But others suffer from misery.

বাংলা ব্যাখ্যা—যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি মৃত্যুর পূর্বেই জীবিত অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। দেহ অত্যন্ত বিপৎসংকুল। এই দেহে যে জীবাত্মা রহিয়াছেন তাঁহাকে ব্রহ্মস্বরূপে উপলব্ধি করাতেই জীবনের সার্থকতা। যাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন না তাঁহারা দেহেন্দ্রিয়কেই আত্মা বলিয়া মনে করেন ও

Scanned by CamScanner

জরা, মরণ প্রভৃতি দেহের ক্লেশে ক্লিষ্ট হন ও দৈহিক দুঃখে দুঃখী হন। কিন্তু যাঁহারা জীবাত্মায় পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারা অমর হন। অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন এবং শারীরিক দুঃখে দুঃখিত হন না।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—অনর্থসংকুলে দেহে বিদ্যমানা জনা অজ্ঞানাবৃতা মোহগ্রস্তা অপি যদি কথঞ্চিৎ ব্রহ্মতত্ত্বং জানন্তি তর্হি তে কৃতার্থা ভবন্তি। যাজ্ঞবল্ক্যসদৃশো জনো ব্রহ্মতত্ত্বং বিদিতবান্। যদি তাদৃশো জনো ব্রহ্মতত্ত্বং ন বেত্তি তর্হি মহান্ অনর্থো জায়েত। জন্মমরণচক্রে আবর্তনাৎ তস্য মুক্তিঃ কদাপি ন সম্ভবেৎ। কামনাপরতন্ত্রস্য তস্য জন্মমরণরূপবন্ধনং ভবেৎ। মরণম্ অত্যেতুং স কদাপি ন শক্নুয়াৎ। পরন্তু যঃ ব্রহ্মতত্ত্বং জানাতি পরমাত্মনি একীভূতো ভবতি চ স কদাপি দুঃখভাক্ ন ভবতি। তস্য মুক্তিঃ অচিরাদায়াতি।

শাঙ্কর ভাষ্যম্—কিঞ্চ, ইহৈবানেকানর্থসংকুলে, সন্তো ভবন্তোঽজ্ঞানদীর্ঘনিদ্রামোহিতাঃ সন্তঃ কথঞ্চিদিব ব্রহ্মতত্ত্বম্ আত্মত্বেন অথ বিদ্মো বিজানীমঃ, তদেতদ্ ব্রহ্ম প্রকৃতম্, অহো বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিপ্রায়ঃ। যদেতদ্ব্রহ্ম বিজানীমঃ, তন্ন চেদ্ বিদিতবন্তো বয়ম্—বেদনং বেদঃ, বেদোঽস্যাস্তীতি বেদী, বেদ্যেব বেদিঃ, ন বেদিঃ অবেদিঃ, ততোঽহমবেদিঃ স্যাম্। যদি অবেদিঃ স্যাম্ কো দোষঃ স্যাৎ? মহতী অনন্তপরিমাণা জন্মমরণাদিলক্ষণা বিনষ্টিবিনশনম্। অহো বয়মস্মান্ মহতোবিনশনান্নির্মুক্তাঃ যদদ্বয়ং ব্রহ্ম বিদিতবন্ত ইত্যর্থঃ। যথা চ বয়ং ব্রহ্ম বিদিত্বা অস্মাদ্বিনশনাদ্বিপ্রমুক্তা, এবং যে তদ্বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি, যে পুনর্নৈবং ব্রহ্ম বিদুঃ, তে ইতরে ব্রহ্মবিদ্ব্যোঽন্যে অব্রহ্মবিদ ইত্যর্থঃ, দুঃখমেব জন্মমরণাদিলক্ষণমেব অপিযন্তি প্রতিপদ্যন্তে, ন কদাচিদপ্যবিদুষাং ততো বিনিবৃত্তিরিত্যর্থঃ। দুঃখমেব হি তে আত্মত্বেনোপগচ্ছন্তি।

টীকা— বিদ্মঃ—বিদ্+লট্ উত্তম পুরুষের বহুবচন। বিকল্পে বিদ্ম।
অবেদিঃ—বিদ্+ণিচ্=বেদিচ্।
বেদিচ্+ইন্ (স্বার্থে প্রত্যয়) বেদিঃ (বৈদিক প্রয়োগ), ন বেদিঃ অবেদিঃ নঞ্ তৎপুরুষঃ সমাসঃ। অথবা বিদ্+ইন্=বেদিঃ (সর্ব ধাতুভ্যঃ ইন্)।

বিনষ্টিঃ—বি+নশ্+ক্তি (ভাবে)
অপিযন্তি—অপি+ই+লট্ প্রথম পুরুষের বহুবচন।

মন্ত্র ঃ যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে ॥ ৪।৪।১৫

অন্বয় ও সংস্কৃত শব্দার্থ—যদা (কশ্চিৎ) এতং দেবম্ (স্বপ্রকাশস্বাৎ দ্যোতমানং সর্বপ্রাণিকর্মফলানাং দাতারং বা) ভূতভব্যস্য (কালত্রয়স্য) ঈশানম্ (স্বামিনম্) আত্মানম্ (পরমাত্মানম্) অঞ্জসা (তত্ত্বতঃ) অনুপশ্যতি (সাক্ষাৎ করোতি)। [গুরোরুপদেশাৎ লব্ধজ্ঞানঃ সন্ পশ্চাৎ সাক্ষাৎকরোতি ইত্যর্থঃ]। ততঃ (তদ্দর্শনাৎ) ন বিজুগুপ্সতে (কঞ্চিৎ ন নিন্দতি আত্মনঃ ন গুপ্তিমিচ্ছতি বা)।

বাংলা শব্দার্থ—যদা (যখন কেহ) এতং দেবম্ (স্বপ্রকাশ বলিয়া দীপ্যমান কিংবা সকল প্রাণীর কর্মফলের দাতা) ভূতভব্যস্য (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনটি কালের) ঈশানম্ (শাসকরূপে) আত্মানম্ (পরমাত্মাকে) অঞ্জসা (যথার্থভাবে) অনুপশ্যতি (সাক্ষাৎ করেন)। ততঃ সঃ (তখন তিনি) ন বিজুগুপ্সতে (কাহারও নিন্দা করেন না, অথবা আত্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন না)।

বাংলা অনুবাদ—যখন কেহ দীপ্তিমান্ ত্রিকালের ঈশ্বর পরমাত্মাকে যথার্থরূপে সাক্ষাৎ করেন তখন তিনি কাহারও নিন্দা করেন না (বা আত্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন না)।

English Translation—When any one properly perceives the ever-illuminating Self, the master of the past, present and the future, he never blames any one (or he never wishes to protect himself).

বাংলা ব্যাখ্যা—করুণাময় আচার্যের উপদেশে মুমুক্ষু পুরুষ ঈশ্বররূপী পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। সেই আত্মা স্বয়ংপ্রকাশস্বভাব বলিয়া সর্বদাই দীপ্তিমান। তিনি কর্মানুসারে প্রাণিদের কর্মফলদাতা ও অতীত,

Scanned by CamScanner

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের ঈশ্বর। গুরুর কৃপালব্ধ শিষ্য এইরূপ আত্মাকে অপরোক্ষভাবে সাক্ষাৎ করিলে তাঁহার আর আত্মরক্ষার কোন প্রয়োজন থাকে না। যিনি নিজেকে ও ঈশ্বররূপী আত্মাকে ভিন্নরূপে উপলব্ধি করেন তিনি ঈশ্বরের সাহায্যেই আত্মরক্ষা-করেন। কিন্তু যখন ঈশ্বরকে আত্মভাবে প্রত্যক্ষ করেন তখন তাঁহার আর দ্বৈতবোধ থাকে না। তখন তাঁহার আত্মরক্ষা করিবারও প্রয়োজন হয় না। অথবা দ্বৈতদর্শন না হওয়ায় কাহারও নিন্দা করা সম্ভব হয় না। যখন সমস্তই পরমাত্মরূপে দর্শন হয় তখন কে কাহাকে নিন্দা করিবে?

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—আচার্যাদ্ লব্ধপ্রসাদঃ শিষ্যঃ যদা আত্মানং যথার্থরূপেণ সাক্ষাৎ করোতি তদা তস্য দ্বৈতবুদ্ধিঃ অপগতা ভবেৎ। স এব আত্মা ঈশ্বর-স্বরূপঃ অতীতানাগতবর্তমানকালস্য নিয়ন্তা সর্বদা এব দীপ্তিমান্ স্বপ্রকাশত্বাৎ। যথাকর্ম সর্বপ্রাণিকর্মফলানাং দাতা। এবং পরমাত্মনা একীভূতঃ স সর্বমেব আত্মানং পশ্যতি। দ্বিতীয়স্য অস্তিত্বাভাবাৎ স কমপি ন নিন্দতি ন বা স্বাত্মানং জুগুপ্সতে। ভীতো জনঃ সর্বদৈব ঈশ্বরপ্রসাদেন আত্মরক্ষায়ৈ নিযুক্তো ভবেৎ। কিন্তু দ্বিতীয়বুদ্ধেরপগমাৎ তস্য ন কস্মাদপি ভীতিঃ। অতঃ আত্মরক্ষণেনালম্।

শাঙ্কর ভাষ্যম্—যদা পুনঃ এতম্ আত্মানং, কথঞ্চিৎ পরমকারুণিকং কঞ্চিদা-চার্যং প্রাপ্য ততো লব্ধপ্রসাদঃ সন্, অনু পশ্চাৎ পশ্যতি সাক্ষাৎকরোতি, স্বমাত্মানং, দেবং দ্যোতনবন্তং দাতারং বা সর্বপ্রাণিকর্মফলানাম্ যথাকর্মানুরূপম্, অঞ্জসা সাক্ষাৎ ঈশানং স্বামিনম্, ভূতভব্যস্য কালত্রয়স্যেত্যেতৎ। ন ততস্মাদ্ ঈশানাদ্ দেবাদ্ আত্মানং বিশেষেণ জুগুপ্সতে গোপায়িতুমিচ্ছতি। সর্বো হি লোক ঈশ্বরাদ্ গুপ্তিমিচ্ছতি ভেদদর্শী। অয়ম্ একত্বদর্শী ন বিভেতি কুতশ্চন। অতো ন তদা বিজুগুপ্সতে, যদা ঈশানং দেবম্ অঞ্জসা আত্মত্বেন পশ্যতি। ন তদা নিন্দতি বা কিঞ্চিৎ, সর্বমাত্মানং হি পশ্যতি, স এবং পশ্যন্ কম্ অসৌ নিন্দ্যাৎ।

টীকা— ভূতভব্যস্য—ভূতশ্চ ভব্যশ্চ তয়োঃ সমাহারে ভূতভব্যম্ তস্য। এখানে 'সর্বো দ্বন্দ্বো বিভাষয়া একবদ্ ভবতি' এই নিয়মানুসারে সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস হইয়াছে।

অনুপশ্যতি—অনু + দৃশ্ + লট্ প্রথম পুরুষের একবচন।

বিজুগুপ্সতে—বি + গুপ্ + সন্ + লট্ প্রথম পুরুষের একবচন। সন্ প্রত্যয় নিন্দা অর্থে হইয়াছে। অথবা গোপন বা রক্ষা করিবার ইচ্ছা অর্থেও প্রযুক্ত হইতে পারে।

মন্ত্র ঃ যস্মাদর্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ততে।
তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্॥৪।৪।১৬

অন্বয় ও সংস্কৃত শব্দার্থ ঃ—যস্মাৎ (ঈশ্বরাৎ) অর্বাক্ (অধস্তাৎ) সংবৎসরঃ (কালঃ দ্বাদশমাসযুক্তঃ) অহোভিঃ (দিবসৈঃ) পরিবর্ততে (আবর্ততে)। দেবাঃ (দেবতাসমূহাঃ) জ্যোতিষাম্ (আদিত্যাদিজ্যোতিষাম্) জ্যোতিঃ (উদ্ভাসকম্) তৎ (ঈশ্বরম্) অমৃতম্ (মৃত্যুরহিতম্) আয়ুঃ হ উপাসতে (আয়ুঃ-স্বরূপেণ দেবাঃ তজ্জ্যোতিরূপাসতে)।

বাংলা শব্দার্থ—যস্মাৎ (যে ঈশ্বর হইতে) অর্বাক্ (নিম্নে) সংবৎসরঃ (দ্বাদশমাস-যুক্ত কাল) অহোভিঃ (দিনগুলি লইয়া) পরিবর্ততে (গমনাগমন করে) [অর্থাৎ যাহা কিছু উৎপত্তিযুক্ত তাহাই কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ কিন্তু ঈশ্বর ত্রিকালাতীত—কাল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সেইজন্য কালের পরিধি ঈশ্বরের পরিধি হইতে নিম্নস্তরে]। দেবাঃ (দেবতাগণ) জ্যোতিষাম্ (আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থের) জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃ স্বরূপ) [অর্থাৎ যে ঈশ্বরের জ্যোতিতে আদিত্যাদি জ্যোতিঃপদার্থরূপে কীর্তিত হয় সেই ঈশ্বরই সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থের জ্যোতিঃস্বরূপ] তৎ (সেইরূপ ঈশ্বরকে) অমৃতম্ (মৃত্যু রহিত) আয়ুঃ (আয়ুঃস্বরূপ বলিয়া) হ উপাসতে (উপাসনা করেন)।

বাংলা অনুবাদ ঃ—যাঁহার নিম্নে সংবৎসরকাল দিনগুলির সহিত আবর্তিত হইতেছে, দেবতাগণ সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থের জ্যোতিস্বরূপ সেই ঈশ্বরকে অমৃত আয়ুঃ বলিয়া উপাসনা করেন।

English Translation—Gods meditate the Self as the light of all lights and as the immortal longevity below which the year with its days rotates.

Scanned by CamScanner

বাংলা ব্যাখ্যাঃ—ঈশ্বর যে ত্রিকালজ্ঞ তিনি যে জ্যোতির্ময় তাহারই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্লোকটির অবতারণা করা হইয়াছে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিনটি কালের দ্বারাই সমস্ত পার্থিব পদার্থ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। অতএব পার্থিব পদার্থগুলি কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ। কিন্তু ঈশ্বর সেইরূপ নহেন। তিনি কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। কাল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি কালের ঊর্ধ্বে বিচরণ করেন বলিয়াই তাঁহার নিম্নে কালস্রোত প্রবাহিত হয়। আদিত্য, চন্দ্র প্রভৃতি যতগুলি জ্যোতিঃপদার্থ আছে সেই সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থের তিনিই প্রকাশক। তাঁহার প্রকাশেই জ্যোতিঃপদার্থগুলি প্রকাশিত হইতেছে। তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমর হইয়াছেন। তিনি সমস্ত পদার্থের আয়ুঃস্বরূপ। আয়ু না থাকিলে জীবের ধ্বংস অনিবার্য অর্থাৎ আয়ুই জীবনকে প্রাণধারণে সাহায্য করে। দেবতাগণ অমর হইবার বাসনায় ঈশ্বরকে উপাসনা করেন অর্থাৎ আয়ু লাভ করিবার বাসনায় ঈশ্বরকে আয়ুঃস্বরূপ বলিয়াই উপাসনা করিয়া থাকেন। দেবতারাও আয়ু কামনায় ঈশ্বরের নিকট সকাম উপাসনাই করেন।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—সর্বমেব কালাধীনম্। কালাবচ্ছিন্নং সর্বমপি বস্তুজাতম্ উৎপদ্যতে, বিদ্যতে, বর্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি চ। পরন্তু পরমাত্মা দিবসমাসসংবৎসরোপাধিকং কালমতিক্রম্য বর্ততে। পরমাত্মনঃ জন্মাদিষড্ বিধাঃ বিকারা ন ভবন্তি। অসঙ্গঃ পরমাত্মা কালেনাবচ্ছিন্নঃ সর্বোপরি বিরাজতে। স্বয়ংপ্রকাশঃ পরমাত্মা সর্বেষাং জ্যোতিষাং প্রকাশকঃ। মৃত্যুরহিতঃ স ইতরেষাম্ আয়ুঃপ্রদঃ। দেবতাগণোঽপি ঈশ্বররূপং পরমাত্মানম্ আয়ুষ্কামনয়া উপাস্তে। সকামোপাসনয়া দীর্ঘায়ুর্লভ্যতে ন তু অমৃতঃ ইতি ভাবঃ।

শাঙ্কর ভাষ্যম্—কিঞ্চ, যস্মাৎ ঈশানাৎ অর্বাক্, যস্মাদন্যবিষয় এবেত্যর্থঃ, সংবৎসরঃ কালাত্মা সর্বস্য জনিমতঃ পরিচ্ছেত্তা, যম্ অপরিচ্ছিন্দন্ অর্বাগেব বর্ততে, অহোভিঃ স্বাবয়বৈঃ অহোরাত্রৈরিত্যর্থঃ, তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ, আদিত্যাদিজ্যোতিষামপ্যবভাসকত্বাৎ, আয়ুরিত্যুপাসতে দেবাঃ, অমৃতং জ্যোতিঃ, অতোঽন্যং ম্রিয়তে, ন হি জ্যোতিঃ, সর্বস্য হি এতজ্জ্যোতিঃ আয়ুঃ, আয়ুর্গুণেন

যস্মাদ্ দেবাঃ তজ্জ্যোতিরুপাসতে, তস্মাৎ আয়ুষ্মন্তস্তে। তস্মাৎ আয়ুষ্কামেনায়ুর্গুণেনোপাস্যং ব্রহ্মেত্যর্থঃ।

টীকা— অর্বাক্—অবর + অঞ্চ্ + ক্বিপ্ (কর্তৃবাচ্যে)। পদটি অব্যয়।
উপাসতে—উপ + আস্ + লট্ প্রথমপুরুষের বহুবচন।

মন্ত্রঃ—যস্মিন্ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ।
তমেবমন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্ ॥ ৪।৪।১৭

অন্বয় ও সংস্কৃত শব্দার্থঃ—যস্মিন্ (পরমাত্মনি) পঞ্চ (পঞ্চসংখ্যকাঃ) পঞ্চজনাঃ (গন্ধর্বাদয়ঃ পঞ্চ নিষাদপঞ্চমা বা বর্ণাঃ) আকাশঃ চ (অব্যাকৃতঃ চ) প্রতিষ্ঠিতঃ (অধিষ্ঠিতঃ) [অস্মাদুপরিষ্টাদ্ অধিষ্ঠানং ন কিঞ্চিদস্তি ইত্যর্থঃ] তম্ আত্মানম্ এব (তাদৃশং পরমাত্মনম্ এব) অমৃতম্ (মৃত্যুরহিতম্) ব্রহ্ম মন্যে (আত্মানমেব ব্রহ্ম ন তু আত্মব্যতিরিক্তং ব্রহ্ম ইতি অহং জানে)। বিদ্বান্ (ব্রহ্মজ্ঞানবান্ অহম্) অমৃতঃ (অমরঃ জাতঃ)।

বাংলা শব্দার্থঃ—যস্মিন্ (যে পরমাত্মাতে) পঞ্চ (পাঁচটি সংখ্যাবিশিষ্ট) পঞ্চজনাঃ (গন্ধর্বগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অসুরগণ ও রাক্ষসগণ—এই পাঁচটি শ্রেণী অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ—এই পাঁচটি বর্ণ) আকাশঃ চ (এবং সূক্ষ্ম আকাশ, যে আকাশের মধ্যে এই সমস্ত জগৎ ওতঃপ্রোতোভাবে রহিয়াছে) প্রতিষ্ঠিতঃ (আছে) তন্ আত্মানম্ এব (সেই পরমাত্মাকেই) অমৃতম্ (মৃত্যুহীন) ব্রহ্ম মন্যে (ব্রহ্ম বলিয়া মনে করি)। বিদ্বান্ (ব্রহ্মকে জানিয়া) অমৃতঃ (অমর হইয়াছি)।

বাংলা অনুবাদঃ—যে আত্মাতে গন্ধর্ব প্রভৃতি পাঁচটি শ্রেণী অথবা নিষাদ প্রভৃতি পাঁচটি বর্ণ ও আকাশ ওতঃপ্রোতোভাবে প্রতিষ্ঠিত আমি সেই আত্মাকে মৃত্যুরহিত পরমব্রহ্ম বলিয়া মনে করি। আমি ব্রহ্মকে জানিয়া অমর হইয়াছি।

English Translation :—That Self in which the five groups and sky in subtle form are placed is looked upon as immortal Brahman by me. Knowing Brahman I have become immortal.

Scanned by CamScanner

বাংলা ব্যাখ্যা ঃ—পরম ব্রহ্মই সমস্ত পার্থিব পদার্থের সমস্ত লোক ও লোকান্তরের অধিষ্ঠান। গন্ধর্বলোক, পিতৃলোক, দেবলোক, অসুরলোক ও রাক্ষসলোক এই পাঁচটি লোক তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে। পার্থিব লোকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ—এই পাঁচটি বর্ণই পরমাত্মায় অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ ভিন্ন লোক বা ভিন্ন বর্ণের মধ্যে যে আত্ম-চৈতন্য রহিয়াছে তাহা সেই সেই বর্ণের বা লোকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়াই বর্তমান রহিয়াছে। লোকের উপাধি ও বর্ণের উপাধি যখন দূরীভূত হয় তখন সকল জীবাত্মাই পরমাত্মায় আসিয়া মিলিত হন। পরমাত্মা ব্যতীত জীবাত্মার কোন পৃথক্ অধিষ্ঠান নাই। সেইরূপ আকাশও অব্যাকৃত ও সূক্ষ্মরূপে পরমাত্মায় অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। আমি (যাজ্ঞবল্ক্য) সেইরূপ পরমাত্মাকে অবিনশ্বর ব্রহ্মরূপে জানিয়াছি। যিনি অক্ষয়, অব্যয়, মৃত্যুরহিত তিনিই ব্রহ্ম। এই-ভাবে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া আমি নিজেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। অবিদ্যা-বশতঃ আমি যে অজ্ঞানের অন্ধকারে ছিলাম ও মরণশীল বলিয়া নিজেকে জানিতাম, ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা সেই অবিদ্যা দূরীভূত হইয়াছে এবং আমি নিজেকে অমৃত ও জ্ঞানবান্ বলিয়া মনে করিতেছি।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা ঃ—পরমব্রহ্ম এব সর্বেষামধিষ্ঠানম্। ব্রহ্ম বিনা কস্যাপি অস্তিত্বং নাস্তি। ন খলু কেবলং পার্থিবলোকঃ, অপি চ গন্ধর্বলোকঃ, পিতৃলোকঃ, দেবলোকঃ, অসুরলোকঃ, রাক্ষসলোকশ্চ ইতি অন্যেঽপি সর্বে লোকাঃ পরমাত্মান-মধিকৃত্যৈব বর্তন্তে। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রনিষাদরূপাঃ পঞ্চবর্ণাঃ পরমাত্মনি ওতঃপ্রোতোভাবেন বিরাজন্তে। ভিন্নলোকানাং ভিন্নবর্ণানাঞ্চ যদাত্মচৈতন্যং তৎ সোপাধিকমেব। উপাধিরহিতং চৈতন্যং পরমাত্মনি একীভূতম্। আকাশ-শ্চাপি পরমাত্মনি বিদ্যতে। মহর্ষিঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ব্রহ্মবিৎ যতঃ তাদৃশম্ অক্ষয়ম-ব্যয়মজরমমরং পরমাত্মানমজ্ঞাসীৎ। ব্রহ্মজ্ঞানবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ মৃত্যুরহিতঃ সন্ ব্রহ্মভাবমবাপ।

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ—কিঞ্চ, যস্মিন্ যত্র ব্রহ্মণি, পঞ্চ পঞ্চজনাঃ—গন্ধর্বাদয়ঃ পঞ্চৈব সংখ্যাতাঃ—গন্ধর্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসি নিষাদপঞ্চমা বা

বর্ণাঃ, আকাশশ্চ অ ব্যাকৃতাখ্যঃ—যস্মিন্ সূত্রম্ ওতঞ্চপ্রোতঞ্চ—যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ, "এতস্মিন্ নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশঃ" ইত্যুক্তম্। তমেবাত্মানম্ অমৃতং ব্রহ্ম মন্যে অহম্, ন চাহমাত্মানং ততোঽন্যত্বেন জানে, কিং তর্হি? অমৃতোঽহং ব্রহ্ম বিদ্বান্ সন্; অজ্ঞানমাত্রেণ তু মর্ত্যোঽহমাসং তদপগমাদ্বি-দ্বানহমমৃত এব।

টীকা ঃ—পঞ্চজনাঃ—পঞ্চসংখ্যকাঃ জনাঃ শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ।

মন্ত্র ঃ—প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ।
তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্॥ ৪।৪।১৮

অন্বয় ও সংস্কৃত শব্দার্থ ঃ—যে (সাধকাঃ) প্রাণস্য প্রাণম্ (পঞ্চবৃত্তিযুক্তস্য প্রাণস্য নিদানম্) উত (অপি) চক্ষুষঃ চক্ষুঃ (চক্ষুরিন্দ্রিয়স্য প্রকাশকম্) উত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়স্য শ্রবণসম্পাদকম্) মনসঃ মনঃ (অন্তঃকরণস্য নিয়ন্তারম্) বিদুঃ (জানন্তি), তে (ব্রহ্মবিদঃ) পুরাণম্ (শাশ্বতম্) অগ্র্যম্ (জগৎকারণম্) ব্রহ্ম নিচিক্যুঃ (নিশ্চয়েন জ্ঞাতবন্তঃ)।

বাংলা শব্দার্থ ঃ—যে (যাঁহারা) প্রাণস্য প্রাণম্ (পঞ্চবৃত্তিযুক্ত প্রাণেরও প্রাণস্বরূপ) উত (আরও) চক্ষুষঃ চক্ষুঃ (চক্ষুর প্রকাশক) উত (আরও) শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়ের শ্রবণব্যাপার-নির্বাহক) মনসঃ মনঃ (অন্তঃকরণের নিয়ন্তা) বিদুঃ (জানেন) তে (তাঁহারা) পুরাণম্ (শাশ্বত) অগ্র্যম্ (জগতের কারণ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) নিচিক্যুঃ (নিশ্চিতরূপে জানিয়া থাকেন)।

বাংলা অনুবাদ ঃ—যাঁহারা প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র ও মনের মন বলিয়া (আত্মাকে) জানিয়াছেন তাঁহারা শাশ্বত ও জগতের কারণ ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে জানিয়া থাকেন।

English Translation :—Those who have known the Self as the vital force of the vital force, the eye of the eye, the ear of the ear and the mind of the mind, have properly realised the eternal and primeval Brahman.

Scanned by CamScanner

বাংলা ব্যাখ্যা ঃ—যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই পরমব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। পরমব্রহ্ম পঞ্চবৃত্তিযুক্ত প্রাণেরও প্রাণস্বরূপ অর্থাৎ জীবশরীরে পঞ্চবায়ুর নিয়ন্তা। প্রাণবায়ু পরমাত্মায় ওতঃপ্রোতোভাবে অবস্থিত। পরমাত্মা চক্ষুরও চক্ষু। চক্ষুই সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করিয়া থাকে। চক্ষুর সাহায্যেই পার্থিব বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়। সেই চক্ষুরই যিনি প্রকাশক তিনিই পরমাত্মা। তিনি সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থের জ্যোতিঃস্বরূপ। তিনি শ্রোত্রেরও শ্রোত্র অর্থাৎ তাঁহার সাহায্যেই শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রবণকার্য নির্বাহ করে। তিনি মনেরও মন অর্থাৎ যে অন্তরিন্দ্রিয়রূপ মনের সাহায্যে জ্ঞানলাভ হয় তিনি সেই মনেরও নিয়ন্তা। এইরূপে দেখা যায় তিনি সকল ইন্দ্রিয়েরই নিয়ামক। ব্রহ্ম অজর, অমর, অক্ষয় ও অব্যয়। তিনি পুরাতন ও শাশ্বত। তিনি অনাদি ও অনন্ত। তিনি কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন। তিনি সমস্ত জগতের কারণস্বরূপ। ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। ব্রহ্ম হইতে সমুদয় জগতের উৎপত্তি, ব্রহ্মেই স্থিতি ও ব্রহ্মেই বিলয়। যিনি ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা, শাশ্বত জগৎকারণরূপে জানিয়াছেন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছেন।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা ঃ—অস্মিন্ মন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপং বর্ণিতম্। পরমাত্মা প্রাণস্য প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিযুক্তপ্রাণস্য নিয়ন্তা ইত্যর্থঃ, চক্ষুষঃ চক্ষুঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়স্য প্রকাশকঃ, জ্যোতিষাং জ্যোতিঃস্বরূপঃ ইত্যর্থঃ। শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ শ্রবণেন্দ্রিয়স্য শ্রবণকার্যনির্বাহকঃ ইত্যর্থঃ, মনসঃ মনঃ অন্তরিন্দ্রিয়স্যাপি নিয়ন্তা ইতি ভাবঃ। অয়মাত্মা জগতঃ কারণম্ উপাদানরূপেণ নিমিত্তরূপেণ চ। সর্বং বস্তুজাতং তস্মাৎ জায়তে, তস্মিন্ বিলীয়তে চ। যঃ এনং পরমাত্মানং জানাতি স নিশ্চিতমেব ব্রহ্মস্বরূপমুপলভতে।

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ—কিঞ্চ, তেন হি চৈতন্যাত্মজ্যোতিষা অবভাস্যমানঃ প্রাণ আত্মভূতেন প্রাণিতি, তেন প্রাণস্যাপি প্রাণঃ সঃ, তৎ প্রাণস্য প্রাণম্, তথা চক্ষুষোঽপি চক্ষুঃ, তথা শ্রোত্রস্যাপি শ্রোত্রম্। ব্রহ্মশক্ত্যাধিষ্ঠিতানাং হি চক্ষুরাদীনাং দর্শনাদিসামর্থ্যম্, স্বতঃ কাষ্ঠলোষ্টসমানি হি তানি চৈতন্যাত্ম-

জ্যোতিঃশূন্যানি ; মনসোঽপি মনঃ—ইতি যে বিদুঃ, চক্ষুরাদিব্যাপারদ্বারানুমিতাস্তিত্বং প্রত্যগাত্মানম্, ন বিষয়ভূতম্, যে বিদুঃ, তে কিম্? নিচিক্যুর্নিশ্চয়েন জ্ঞানবন্তঃ ব্রহ্ম পুরাণং চিরন্তনম্, অগ্র্যম্ অগ্রে ভবম্, "তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ" ইতি হ্যাথর্বণে।

টীকা ঃ—নিচিক্যুঃ—নি + চি + লিট্ প্রথম পুরুষ বহুবচন।
অগ্র্যম্—অগ্রে ভবঃ তম্ ইতি অগ্র + যৎ।

মন্ত্র ঃ মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥

৪।৪।১৯

অন্বয় ও সংস্কৃত শব্দার্থ ঃ—মনসা এব (আচার্যোপদেশেন শুদ্ধেন মনসা এব) অনুদ্রষ্টব্যম্ (আচার্যোপদেশম্ অনু দ্রষ্টব্যম্) ইহ (ব্রহ্মণি) নানা কিঞ্চন (স্বগতস্বজাতীয়বিজাতীয়ভেদানাং কিঞ্চিদপি) ন অস্তি (ন বিদ্যতে)। যঃ (দ্রষ্টা) ইহ নানা ইব পশ্যতি (ব্রহ্মণি ভেদম্ ইব পশ্যতি) সঃ মৃত্যোঃ মৃত্যুম্ আপ্নোতি (মরণাৎ পরং পুনঃ মরণং লভতে)।

বাংলা শব্দার্থ ঃ—মনসা এব (আচার্যের উপদেশের দ্বারা মন শুদ্ধ হইলে সেই মনের দ্বারাই) অনুদ্রষ্টব্যম্ (আচার্যের উপদেশের পর সেই ব্রহ্মকে দর্শন করিতে হইবে)। ইহ (এই ব্রহ্মে) নানা কিঞ্চন ন অস্তি (কোন প্রকার স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই)। যঃ (যিনি) ইহ (এই ব্রহ্মকে) নানা ইব পশ্যতি (ভেদের মত অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপে দর্শন করেন) সঃ (তিনি) মৃত্যোঃ মৃত্যুম্ আপ্নোতি (মৃত্যুর পর পুনরায় মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া থাকেন)।

বাংলা অনুবাদ ঃ—শুদ্ধ মনের দ্বারাই আচার্যের উপদেশ অনুসারে ব্রহ্মকে দর্শন করিবে। ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। যিনি ব্রহ্মকে ভিন্নরূপে দর্শন করেন তিনি মৃত্যুর পর পুনরায় মৃত্যুর অধীন হন।

Scanned by CamScanner

English Translation :—The Supreme Being is to be realised by pure mind alone. There is no diversity in Him. He who finds diversity in Brahman undergoes death after death.

বাংলা ব্যাখ্যা ঃ—কি উপায়ে ব্রহ্মদর্শন সম্ভব তাহাই এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। মনের দ্বারাই ব্রহ্মকে জানিতে হইবে। তবে সেই মন আচার্যের উপদেশে গ্লানিমুক্ত ও পরিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। সেইরূপ পরিশুদ্ধ মনের দ্বারা যথার্থ জ্ঞানের স্ফুরণ হইলে যখন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটে তখন ব্রহ্ম আর জ্ঞানের বিষয় হন না, তিনি জ্ঞাতার স্বরূপ হইয়া যান। তখন ব্রহ্মদর্শনকারী ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত তখন আর দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা দূরীভূত হওয়ায় অবিদ্যার দ্বারা আরোপিত ভেদজ্ঞানও দূরীভূত হয়।

কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ না জানিয়া জাগতিক পদার্থগুলিকেই সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ও জাগতিক বাসনার অধীন হন—তখন যথার্থজ্ঞানের অভাবে তিনি অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত হন। সংসারের কবল হইতে নিষ্কৃতি না পাইয়া মৃত্যুর পর পুনরায় লোকান্তরে গমন করিয়া জন্মমৃত্যুচক্রে আবর্তন করেন।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা ঃ—যেনোপায়েন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারো ভবতি তদুপন্যস্যতে। আচার্যোপদেশমনু পরিশুদ্ধেন মনসা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারো ভবতি। যদ্যপি ব্রহ্মণো বাঙ্‌মনসাতীতত্বং তথাপি শাস্ত্রশ্রবণাদিনা সংস্কৃতং মনঃ ব্রহ্মদর্শনসাধনত্বে প্রমাণম্। ইহ জগতি বিবিধাঃ পদার্থাঃ পরিদৃশ্যমানাঃ, কিন্তু ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্। নানাত্বং তস্মিন্ ন দৃশ্যতে। ব্রহ্মণি ভেদদর্শনম্ অবিদ্যয়ারোপিতম্। অবিদ্যায়ামপগতায়াং নানাত্বমপি দূরীভূতং ভবেৎ। যো ব্রহ্মণি ভিন্নরূপং পশ্যতি স মরণাৎ পরং মরণমেব প্রাপ্নোতি, জন্মমৃত্যোরধীনত্বাৎ কদাপি তস্য মুক্তি র্ন ভবতি।

শাঙ্করভাষ্যম ঃ—তদ্ ব্রহ্মদর্শনে সাধনমুচ্যতে—মনসৈব পরমার্থজ্ঞানসংস্কৃতেন আচার্যোপদেশপূর্বকং চানুদ্রষ্টব্যম্। তত্র চ দর্শনবিষয়ে ব্রহ্মণি ন

ইহ নানা অস্তি কিঞ্চন ন কিঞ্চিদপি। অসতি নানাত্বে নানাত্বমধ্যারোপয়ত্যবিদ্যয়া। সঃ মৃত্যোঃ মরণাৎ মরণম্ আপ্নোতি। কোঽসৌ? য ইহ নানেব পশ্যতি। অবিদ্যাধ্যারোপণ ব্যতিরেকেণ নাস্তি পরমার্থতো দ্বিতীয়মিত্যর্থঃ।

টীকা ঃ—অনুদ্রষ্টব্যম্—অনু + দৃশ্ + তব্য (কর্মবাচ্যে)।

মন্ত্র ঃ একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রময়ং ধ্রুবম্।
বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ ॥ ৪।৪।২০

অন্বয় ও সংস্কৃত শব্দার্থ ঃ—অপ্রময়ম্ (অপ্রমেয়ম্, অজ্ঞেয়ম্) ধ্রুবম্ (কূটস্থম্) এতৎ (ব্রহ্ম) একধা এব (কেবলম্, একরূপেণ বিজ্ঞানরূপেণ) অনুদ্রষ্টব্যম্ (আচার্যোপদেশম্ অনু দ্রষ্টব্যম্)। আত্মা (পরমাত্মা) বিরজঃ (ধর্মাধর্মাদিরূপমালিন্যহীনঃ) আকাশাৎ পরঃ (অব্যাকৃতাদ্ ভিন্নঃ সূক্ষ্মাকাশাদপি সূক্ষ্মতরঃ ইত্যর্থঃ) অজঃ (জন্মরহিতঃ ষড়্‌বিকাররহিতঃ ইত্যর্থঃ) মহান্ (পরিমাণতঃ বৃহৎ) ধ্রুবঃ (বিকাররহিতঃ কূটস্থঃ)।

বাংলা শব্দার্থ ঃ—অপ্রময়ম্ (প্রমাণের অবিষয়) ধ্রুবম্ (অবিচল) এতৎ (পরম ব্রহ্ম) একধা এব (কেবল একরূপেই) অনুদ্রষ্টব্যম্ (আচার্যের উপদেশের পর দর্শনের যোগ্য)। আত্মা (পরমাত্মা) বিরজঃ (চিত্তের ধর্মগত ও অধর্মগত দোষহীন) আকাশাৎ পরঃ (অব্যাকৃত আকাশ হইতেও ভিন্ন অথবা সূক্ষ্ম আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর) অজঃ (জন্মরহিত) মহান্ (বিরাট্) ধ্রুবঃ (কূটস্থ, নিত্য)।

বাংলা অনুবাদ ঃ—পরব্রহ্মকে আচার্যের উপদেশ অনুসারে অজ্ঞেয়, অবিচল ও অভিন্নরূপে দর্শন করিবে। সেই পরমাত্মা মালিন্যহীন, সূক্ষ্ম আকাশ হইতেও সূক্ষ্মতর, জন্মরহিত, বৃহৎ ও কূটস্থ।

English Translation :—The Supreme Being is to be realised as unknowable, eternal and as the only form. That self is stainless, more subtle than ether, birthless, infinite and constant.

Scanned by CamScanner

বাংলা ব্যাখ্যা—ব্রহ্মসাক্ষাৎকার কিভাবে সম্ভব তাহাই এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। আচার্যের উপদেশের পর চিত্তের শুদ্ধি হইলে পরমাত্মাকে একরূপে দর্শন করিবে। কারণ পরমাত্মায় কোন ভেদ নাই। এই পরমাত্মাই অপ্রমেয় অর্থাৎ প্রমাণের বিষয়ীভূত নহেন। এক ও অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম ব্যতীত যখন দ্বিতীয় কিছুরই অস্তিত্ব নাই তখন আত্মা প্রমেয় হইতে পারেন না। যাহা প্রমেয় তাহাই জ্ঞেয়। এইজন্য আত্মা অপ্রমেয় বলিয়া অজ্ঞেয়। তাঁহাকে জানা যায় না। যখন দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব নাই তখন কিসের দ্বারা কে কাহাকে দেখিবে? 'কেন কং পশ্যেৎ' এইরূপ প্রতিষেধমূলক শ্রুতিবাক্য হইতেই ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হওয়া যায়। শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারাই দেহাদিতে আত্মভাবের নিবৃত্তি ও জীবাত্মার পরমাত্মভাবপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। পরমাত্মা অবিচল ও কূটস্থ। ধর্ম ও অধর্মজনিত চিত্তের মালিন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি ধর্মাধর্মের অতীত। তিনি অব্যাকৃত, সর্বব্যাপী এবং সূক্ষ্ম আকাশ হইতেও সূক্ষ্মতর। তিনি সর্বত্র বিরাজিত বলিয়া সর্বব্যাপক ও বৃহৎ। সেই আত্মা অজ অর্থাৎ জন্মরহিত। জন্মরহিত বলিয়াই জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, ক্ষয় ও মরণ—এই ছয়টি বিকার রহিত। তিনি ধ্রুব, তাঁহার কখনও বিনাশ হয় না, তিনি অক্ষয় ও অব্যয়।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—আচার্যোপদেশমনু ব্রহ্মসাক্ষাৎকারো জায়তে। অত্র ব্রহ্মস্বরূপম্ আলোচ্যতে। ব্রহ্ম অপ্রমেয়ম্। লৌকিকপ্রমাণে তু অন্যেন অন্যৎ প্রমীয়তে পরন্তু ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্। অতঃ দ্বিতীয়স্য অভাবাৎ 'কেন কং পশ্যেৎ'? অতঃ ব্রহ্ম আগমেতরপ্রমাণেন অজ্ঞেয়ম্ অপ্রমেয়ং বা। ব্রহ্মস্বরূপং শাস্ত্রজ্ঞানেন. অবগম্যতে। ব্রহ্ম ধ্রুবং নিত্যং কূটস্থম্। স এব পরমাত্মা বিরজঃ ধর্মাধর্মরূপচিত্তমালিন্যরহিতঃ। স আত্মা আকাশাৎ পরঃ। সূক্ষ্মরূপঃ আকাশঃ সর্বব্যাপী। স আত্মা তাদৃশাদ্ আকাশাদপি সূক্ষ্মতরঃ। তাদৃশঃ আত্মা অজঃ জন্মরহিতঃ। জন্মপ্রতিষেধাৎ অন্যাঃ অপি ভাববিকারাঃ প্রতিষিদ্ধাঃ। আত্মা মহান্ পরিমাণতঃ মহত্তরঃ ইত্যর্থঃ সর্বেষু অনুস্যূতত্বাৎ। পরমাত্মা অবিনাশী অব্যয়ঃ অক্ষয়শ্চ।

Scanned by CamScanner

জন্ম আছে তাহারই পরবর্তী বিকারগুলির সম্ভাবনা আছে। ব্রহ্মের জন্ম নাই বলিয়া বিকারও নাই।

অপ্রময়ম্—অপ্রমেয়ম্। সমস্ত প্রমেয়ই প্রমাণের অধীন। যাহা প্রমাণের বিষয়ীভূত নহে তাহাই অপ্রমেয় বা অজ্ঞেয়। প্র + মা + যৎ, বৈদিক প্রয়োগ।

বিরজঃ—বিগতং রজঃ যস্মাৎ সঃ (বহুব্রীহি সমাসঃ)।

ধ্রুবঃ—ধ্রুব শব্দের অর্থ কূটস্থ। যাহা জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ছয়টি বিকারের বিষয়ীভূত নহে এবং যাহা সর্বদাই একই ভাবে বিদ্যমান থাকে তাহাকে কূটস্থ বলে। "কূটবৎ নির্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে"—(পঞ্চদশী)।

মন্ত্রঃ— তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ॥ ৪।৪।২১

অন্বয় ও সংস্কৃত শব্দার্থ ঃ—ধীরঃ (জ্ঞানবান্) ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মজিজ্ঞাসুঃ) তম্ (তাদৃশম্ আত্মানম্) এব বিজ্ঞায় (আচার্যোপদেশমনু নিশ্চিতমেব জ্ঞাত্বা) প্রজ্ঞাং কুর্বীত (জিজ্ঞাসাপরিসমাপ্তিকরীং বুদ্ধিং কুর্যাৎ)। বহূন্ শব্দান্ (তর্কোপকরণানি বচনানি) ন অনুধ্যায়াৎ (ন অনুচিন্তয়েৎ), হি তৎ (যতঃ বহুশব্দাভিধ্যানম্) বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়স্য) বিগ্লাপনম্ (গ্লানিকরম্) ইতি।

বাংলা শব্দার্থ—ধীরঃ (জ্ঞানী) ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুরুষ) তম্ এব (পূর্বোক্ত প্রকার আত্মাকেই) বিজ্ঞায় (আচার্যের উপদেশ অনুসারে নিশ্চিতরূপে জানিয়া) প্রজ্ঞাং কুর্বীত (সংশয়নিবৃত্তিপূর্বক অপরোক্ষজ্ঞানলাভ করিবে)। বহূন্ শব্দান্ (তর্কবহুল বহুশব্দ) ন অনুধ্যায়াৎ (চিন্তা করিবেন না)। হি (যেহেতু) তৎ (বহুশব্দবিষয়ক চিন্তা) বাচঃ (বাক্‌রূপ ইন্দ্রিয়ের) বিগ্লাপনম্ (ক্লেশকর হইয়া থাকে) ইতি।

বাংলা অনুবাদ—জ্ঞানী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি পূর্বোক্তরূপ আত্মাকে আচার্যোপদেশ অনুসারে নিশ্চিতরূপে জানিয়া সংশয় নিবৃত্তি পূর্বক আত্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করিবেন। তিনি বহুশব্দবিষয়ক চিন্তা করিবেন না, কারণ তাহা বাগিন্দ্রিয়ের ক্লেশ জন্মাইয়া থাকে।

Scanned by CamScanner

English Translation—The wise, desirous of Brahman after knowing Him (from the instructions of his teacher) should attain intuitive knowledge. He should not think of many words for it is painful to the organ of speech.

বাংলা ব্যাখ্যা—যিনি ধীর, যিনি কখনই কোন ব্যাপারে বিচলিত হন না, যিনি শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি প্রভৃতি জ্ঞান লাভ করিবার উপায়গুলি অবলম্বন করিয়া চিত্ত পরিশুদ্ধ করিয়াছেন এবং যিনি আচার্যের উপদেশ অনুসারে পরমাত্মাকে যথার্থরূপে জানিয়াছেন, তাঁহার ব্রহ্ম বিষয়ে আর কোন জিজ্ঞাসা থাকে না। তাঁহার ব্রহ্মবিষয়ে বহুতর্কের নিবৃত্তি হইয়া যায়। তিনি তখন ব্রহ্মের যথার্থস্বরূপ উপলব্ধি করেন। ব্রহ্মকে বহুশব্দের দ্বারা তর্কের বিষয়ীভূত করেন না। তাঁহার আর ব্রহ্মের স্বরূপনির্দেশক বহু শব্দের অবতারণার প্রয়োজন নাই। কারণ ব্রহ্মকে জানিতে চাহিলে 'ওঁম্' এই শব্দের দ্বারাই তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়। মুণ্ডক উপনিষদেও বলা হইয়াছে—"ওঁমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্" অর্থাৎ 'ওঁম্' এই প্রকারেই আত্মাকে ধ্যান করিবে। "অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ" অর্থাৎ অন্য কথা (আত্মজ্ঞানের বিরোধী কথা) পরিত্যাগ করিবে। উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্বসম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ অপরোক্ষ-রূপে উপলব্ধি করিতে হইলে একমাত্র 'ওঁম্' এই শব্দের দ্বারাই তাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—যো ধীরো ব্রহ্মজিজ্ঞাসুঃ স জ্ঞানসাধনোপকরণানি শমদমাদীনি অবলম্ব্য আচার্যোপদেশমনু নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ আত্মবিষয়জিজ্ঞাসাং দূরীকৃত্য তদ্বিষয়ে নিশ্চিতজ্ঞানবান্ ভবেৎ। তর্কবহুলাঃ বহুতরাঃ শব্দাঃ যদ্যপি উপনিষদি বিদ্যন্তে তথাপি ব্রহ্মস্বরূপবোধনায় স্বল্পাঃ শব্দাঃ চিন্তনীয়াঃ। ব্রহ্মজ্ঞঃ পুরুষঃ 'ওঁম্' ইতি কেবলেন শব্দেন অনুধ্যানং কুর্যাৎ। 'ওঁম্' ইতি শব্দস্যৈব ব্রহ্মস্বরূপপ্রকাশনে সামর্থ্যম্ অস্তি। শব্দানাং বাহুল্যং বাগিন্দ্রিয়স্য ক্লেশকরম্। উক্তঞ্চ মুণ্ডকোপনিষদি "ওঁমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্, অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ" ইতি।

শাঙ্করভাষ্যম্—তমীদৃশমাত্মানমেব, ধীরো ধীমান্, বিজ্ঞায় উপদেশতঃ

ডঃ ঝর্না ভট্টাচার্য সম্পাদিত অনুবাদ-টীকামূলক 'বৃহদারণ্যকোপনিষৎ' গ্রন্থ থেকে গৃহীত তথ্যগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এজন্য লেখকের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

শ্রীমতী কিঁউলি দাশ
সংস্কৃত বিভাগ
দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়
বনগ্রাম

Scanned by CamScanner